এ্যাকপেট ইন্টারন্যাশনাল সুশীল সমাজের অংশগ্রহনে একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক যা শিশু পতিতাবৃত্তি, শিশু পর্নোগ্রাফি এবং যৌন কাজের উদ্দেশ্যে শিশু পাচার প্রতিরোধে কাজ করছে। এ্যাকপেট শিশুদের মৌলিক অধিকার স্বাধীন ও সুরক্ষিতভাবে নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের প্রতি সকল প্রকার বাণিজ্যিক যৌনশোষণ বন্ধে প্রয়াশ চালিয়ে যাচ্ছে।

ecpat

সেপ্টেম্বর ২০১৪

কপিরাইট © এ্যাকপেট ইন্টারন্যাশনাল ২০১৪

এই প্রকাশনাটি সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এজেন্সি (সিডা) এর সহযোগিতায় প্রস্তুত হয়েছে।

লেখক: বিভা রাজভান্ডারী, ইনটার্ন, এ্যাকপেট ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড এন্ড ইয়োথ পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম (২০১৩-২০১৪)।

সম্পাদনা সহায়কবৃন্দ: মারিলুরি লেমিন্যুর, জুনিতা উপাধ্যায়া, মার্ক কাপালডি, আনজান বোস, মারিয়ানা ইউভেসিকভা, ভেলেন্টিনা ভিতালী এবং এ্যাকপেট ইন্টারন্যাশনাল এর চাইল্ড এন্ড ইয়োথ এ্যাডভাইজারী কমিটি (একইয়াক) এর সদস্যবৃন্দ।

সম্পাদনায়: স্টেপিনি ডিলানী এবং জন কর

বাংলায় অনুবাদ: শারমিন সুবরীনা, মো: মোস্তাফিজুর রহমান এবং মো: রায়হানুল ইসলাম, এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি, বাংলাদেশ।

এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি
এইচ-৪১, সাগরপাড়া, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬১০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন: +৮৮০৭২১৭৭০৬৬০; ই-মেইল: acdbd@yahoo.com, salima_sarwar@yahoo.com

প্রচ্ছদ: মানিডা নিবলাং

এ্যাকপেট ইন্টারন্যাশনাল
৩২৮/১ পায়াথি রোড, রাচ্চাথিউই
ব্যাংকক ১০৪০০, থাইল্যান্ড
টেলিফোন: +৬৬২২১৫৩৩৮৮, +৬৬২৬১১০৯৭২
ফ্যাক্স: +৬৬২২১৫৮২৭২
ইমেইল: info@ecpat.net, media@ecpat.net
ওয়েব সাইট: www.ecpat.net

ISBN: ৯৭৮-৬১৬-৯২১২৬-১-৪

সূচীপত্র

০৩ কার্যকরী তথ্যসমূহ

০৪ শিশু যৌন নির্যাতন কি?

০৫ শিশুর প্রতি বাণিজ্যিক যৌন শোষণ বলতে কি বোঝায়?

০৬ শিশুদের প্রতি অন্যান্য যৌন শোষণ কি বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত?

০৮ অনলাইনে শিশু যৌন শোষণ কি?

১০ অনলাইনে যৌন শোষণের ঘটনা কোথায় ঘটে এবং ছবিগুলো কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে?

১২ কারা শিশুদের অনলাইনে যৌন নির্যাতন ও যৌন শোষণ করে?

১৪ কারা অনলাইন যৌন শোষণে নির্যাতিত বা ভিকটিম হয়ে থাকে?

১৭ শিশুরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়?

২০ পর্নোগ্রাফি প্রতিরোধে আইন?

২৩ অনলাইনে শিশু যৌন শোষন প্রতিরোধে শিশু এবং যুবদের ভূমিকা

২৫ নিরাপদ অনলাইন ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ

২৬-২৭ অনলাইনের মাধ্যমে শিশু যৌন শোষণ বন্ধে কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহ

এই নির্দেশিকায় শিশু এবং যুবদের অনলাইন যৌন শোষণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা মনে করি নির্দেশিকাটি অনলাইন যৌন শোষণ প্রতিরোধে কার্যকরী ভুমিকা পালন করবে। 'অনলাইনের মাধ্যমে যৌন শোষণ' বন্ধে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠান হতে কোন উপদেশ বা যে কোন ধরনের সাহায্য গ্রহনে যোগাযোগ করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে ২৬-২৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

এ্যাকপেট ইন্টারন্যাশনাল

এ্যাকপেট এর মূল ভিত্তি হলো

**শিশু পতিতাবৃত্তি,
শিশু পর্নোগ্রাফি এবং
যৌন কাজের ফলে সংঘটিত শিশু
পাচার বন্ধ করা।**

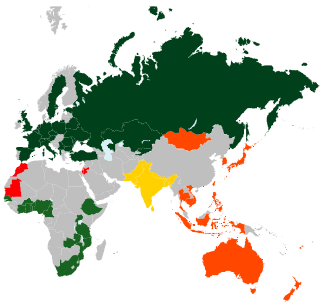

এ্যাকপেট ইন্টারন্যাশনাল একটি নেটওয়ার্ক। এটি ৮০টি সদস্য সংস্থার মাধ্যমে ৭৪টি দেশে শিশু এবং যুবদের বাণিজ্যিক যৌন শোষণ বন্ধে কাজ করে যাচ্ছে।

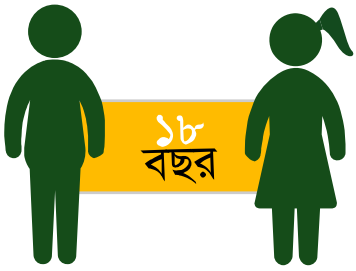

শিশু এবং যুব সমাজ

এই নির্দেশিকায় ১৮ বছরের নীচে বয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের 'শিশু ও যুব সমাজ' এবং 'শিশু ও যুব ব্যক্তি' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে শুধু 'শিশু', 'শিশুরা' বা 'যুব' ব্যবহার করা হয়েছে যাদের বয়স ১৮ বছরের কম।

নির্যাতনকারী, অপরাধী বা শোষক

এই নির্দেশিকায় যারা শিশুদের যৌন নির্যাতন করে থাকে তাদেরকে নির্যাতনকারী, অপরাধী বা শোষক বলা হয়েছে।

শিশু যৌন নির্যাতন কি?

শিশু অধিকার নিয়ে যে ব্যক্তিরা কাজ করে তারা প্রায়ই **'শিশু যৌন নির্যাতন'**- শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যখন একজন যুব বা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি কোন শিশুর সাথে যৌন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয় তখন যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। যেখানে শিশুটি কিছুই বুঝে না এবং এই বিষয়ে সে সচেতন না। এমনকি বিষয়টি বোঝার মত ক্ষমতা তার নেই বা মানসিকভাবেও সে প্রস্তুত না কারন এই বয়সে তাঁর পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। নির্যাতনকারী নিজের যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্ত করার জন্য শিশুর সাথে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয় যেখানে শিশুর কোন ভূমিকা থাকে না। সাধারনত শিশু ধর্ষণ, শিশুর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা এবং শিশুর সাথে দৈহিক মিলনকে শিশু যৌন নির্যাতন বলে। যদিও শিশু যৌন নির্যাতন শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এছাড়াও অন্যান্য অদৈহিক ক্রিয়াকলাপও 'যৌন নির্যাতন' এর অন্তর্ভূক্ত। উদাহরনস্বরূপ: শিশুদের সাথে যৌন কার্যকলাপ দেখা, তাদের সাথে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং অবৈধ যৌন সামগ্রী দেখানোর মাধ্যমেও শিশুটি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

যে সকল যুবরা প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তাদের সম্পর্কে সেই দেশটির অবস্থান কি? এ বিষয়ে তাদের নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে কি?

কোন কোন দেশে যুবরা ১৮ বছর প্রাপ্ত হবার পূর্বে যৌন সম্পর্ক করবার অনুমতি পায়, যদি তারা যৌনক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হবার বৈধ বয়স প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে কিছু যুব প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। এরপরও যদি বয়স্করা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে সম্মতিক্রমে যৌনকার্যক্রম করার সময় সে দৃশ্য ধারণ বা ছবি তুলে অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে সেটাও যৌন শোষণ এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

প্রত্যেক শিশুর শোষণ প্রতিরোধ করা জরুরী। যদি শিশু এবং যুবদের সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপন অথবা যৌন কার্যক্রম করা হয় তারপরও তাদের মতামতকে গ্রহণ করা হবে না। এই যৌন নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।

শিশুর প্রতি বাণিজ্যিক যৌন শোষণ বলতে কি বোঝায়?

যখন প্রাপ্ত বয়স্করা (কিছু ক্ষেত্রে যুব সমাজ) শিশুদের সাথে যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করার মাধ্যমে সুবিধা লাভ করে এবং এক্ষেত্রে সে বা অন্য কেউ বাণিজ্যিক ভাবে লাভবান হয় তখনই 'শিশুর প্রতি বাণিজ্যিক যৌন শোষণ'ঘটে থাকে। কেননা এ ক্ষেত্রে যে পারিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে (অর্থ, উপহার বা সুবিধাদি) তা সরাসরি ভুক্তভোগীরা পাচ্ছে না বরং এইসব শিশুদের নিয়ন্ত্রণকারীরা তা গ্রহণ করছে।

যেহেতু প্রাপ্ত বয়স্করা সব শিশু অথবা যুবদের ব্যবহার করে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে এবং নির্যাতনকারীরা বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারিশ্রমিক অথবা সমমূল্যের কিছু প্রদান করছে তাই এক্ষেত্রে শিশুদের শোষণ করা হচ্ছে। শিশু বা যুব ব্যক্তিদের সাথে যেসব যৌন নির্যাতন হয়েছে এর মাধ্যমে কোন আর্থিক সুবিধাদি নেয়া বা আর্থিকভাবে লাভবান হবার কারনে এটিকে বাণিজ্যিক যৌন শোষণও বলা হয়। এই ধরনের নির্যাতন অনলাইনের মাধ্যমেও ঘটতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ: বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যন্ত্রাদির (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাব) মাধ্যমে এ ধরণের অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে।

২০১৩/২০১৪ সালে ফিলিপাইনে বাণিজ্যিকভাবে শিশুর প্রতি যৌন শোষণের ঘটনা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। অভিভাবকরা তাদের শিশুদের ওয়েবক্যামের মাধ্যমে অনলাইনে যৌন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এই যৌনচিত্র অনলাইনের মাধ্যমে যারা দেখেছিল তারা যে অর্থ প্রদান করেছিল, তা ঐ শিশুর অভিভাবক এবং মধ্যস্থতাকারীরাই গ্রহণ করেছিল।

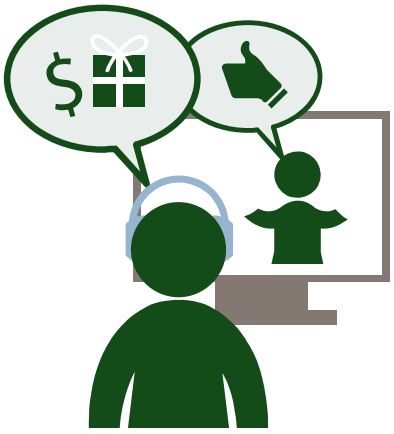

শিশুদের প্রতি অন্যান্য যৌন শোষণ কি বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশু যৌন নির্যাতনসমূহ পরিবারে এবং সমাজের মানুষ দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। যাদের কাছে শিশু বা যুবরা নিরাপদে থাকবে বলে অনুমান করা হয়। অনেক সময় অপরাধীরা নির্যাতনের ছবি তুলে থাকে। ছবিগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বা বিতরণ করার ইচ্ছা থেকে তুলে না। কিন্তু পরে তাদের মনের পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং ছবিগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে। এটিকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা দেই না কেন বা যেভাবেই সংগঠিত হোক না কেন শিশুদের এই ধরনের যৌন নির্যাতনের ছবিগুলো বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা নিশ্চিতভাবে ঘৃনিত যা শিশুর বর্তমান এবং ভবিষ্যত হুমকির সম্মুখিন করে।

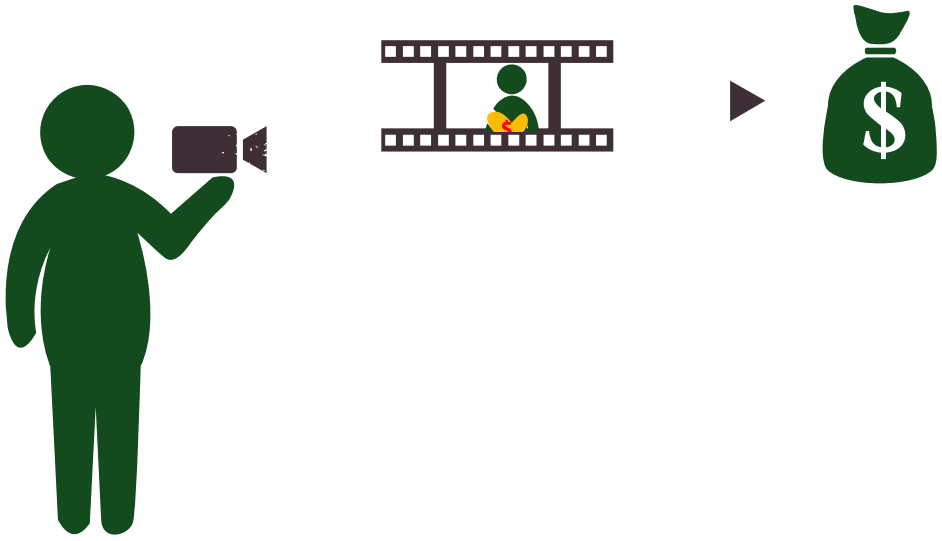

সাইবার হয়রাণী কি?

সাইবার হয়রাণী হলো যখন কোন ব্যক্তি ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে অন্যজনকে হুমকি বা ভীতিমূলক বার্তা প্রদান করে।

অনেক সময় শিশু বা অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা কোন বল প্রয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় যৌন উত্তেজকমূলক ছবি/ভিডিও (স্থির ও চলমান ছবি) ধারন করে - সেটাকে সেক্সটিং বলে।

মূলত, এই ধরনের ছবি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ এবং এর জন্য যুব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই ছবিগুলো তারা তাদের ছেলে বন্ধু বা মেয়ে বন্ধুকে পাঠাচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন পর যখন তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাচ্ছে, তখন এই ছবিগুলো অন্য লোকজনের কাছে বিতরণ করছে। অবশেষে বাছাইকৃত ছবিগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিরা এটি সংগ্রহ করে ও বিক্রি করে। এ অবস্থায় যৌনক্রিয়ার ছবিসমূহ শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিকাশের ক্ষেত্রে ভয়াবহ হুমকি হিসেবে দেখা দেয়।

অনেক সময় শিশুরা তাদের নিজেদের ধারনকৃত যৌন উসকানীমূলক ছবির কারনে নির্যাতিত বা নিগৃহীত হচ্ছে। নির্যাতনকারীরা তাদের এই ছবিগুলো ঐ শিশুর বন্ধু, পরিবার বা বৃহৎ পরিসরে বিতরণ করার হুমকি দিয়ে তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে বলছে/বাধ্য করছে। এই ধরনের আচরণকে সেক্সটরশন বলে।

অনলাইনে শিশু যৌন শোষণ কি?

শিশু ও যুবরা অনলাইনের মাধ্যমে হয়রানি ও বাণিজ্যিকভাবে শোষণের শিকার হতে পারে। এই নির্দেশিকায় অনলাইনে বাণিজ্যিক যৌন শোষনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: যখন কোন ব্যক্তি অনলাইনে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কোন শিশুর সাথে যৌন কার্যকলাপের ছবি তোলে বা কোন শিশুর যৌন নির্যাতনের ভিডিও অনলাইনে বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয় করে।

এক্ষেত্রে শিশুটির সম্পর্কে নির্যাতনকারী জানতেও পারে আবার নাও জানতে পারে। নির্যাতনকারী ঘটনাস্থল থেকে দূরের কোন স্থানে বা দেশেও বসবাস করতে পারে। এক্ষেত্রে শিশু যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে নির্যাতনকারী সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে।

বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব অর্জনের মাধ্যমে অপরাধীগন শিশুদের অনৈতিক যৌন কার্যক্রমে যুক্ত করতে পারে। এটা **গ্রুমিং** হিসেবে গণ্য। গ্রুমিং হলো যখন কোন বয়স্ক ব্যক্তি বন্ধুত্বপূর্ণ, উৎসাহব্যঞ্জক অথবা কুট-কৌশলের মাধ্যমে কোন শিশুকে যৌন কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে। এ ধরনের অনেক গ্রুমিং ঘটনা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে সম্পর্ক সৃষ্টির পর ঘটে থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশে একজন বয়স্ক ব্যক্তি যখন কোন শিশুকে গ্রুমিং করে তখন তা ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গন্য করা হয়। কিন্তু গ্রুমিং শিশু এবং যুবদের মধ্যেও হতে পারে।

গ্রুমিং এর অংশ হিসেবে, নির্যাতনকারীরা শিশুদের যৌনতা সম্পর্কিত কোন ছবি বা যৌন সামগ্রী দেখতে প্ররোচিত করে। যৌনতাকে সাধারন বিষয় হিসেবে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

শিশুর বিশ্বাস অর্জনের পর নির্যাতনকারীরা তাকে শোষনমূলক পরিস্থিতিতে বাধ্য করে। অপরাধীরা শিশুকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে অথবা অর্থ, উপহার, খাদ্য দেওয়ার মাধ্যমে তাকে যৌন শোষণ করে। অনেকক্ষেত্রে অন্য শিশুর যৌন শোষণের ভিডিও বা ছবির দৃশ্য দেখাতে বাধ্য করে।

কোন শিশু যৌন শোষণে অস্বীকৃতি জানালে অপরাধীরা শিশুকে অশ্লীলভাবে গালাগালি করে; অনেকক্ষেত্রে তাকে বা তার পরিবারের সদস্যদের শারীরিক নির্যাতন করে তাকে যৌন কাজে বাধ্য করে।

কেন আমরা 'শিশু পর্নোগ্রাফি' না বলে 'শিশু যৌন নির্যাতনের সামগ্রী' বলি?

শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী হতে পারে লিখিত, পঠিত, ছবি, শব্দ অথবা ভিডিওতে যৌন কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া শিশুর ছবি বা শিশুর মতো দেখতে অন্য শিশুর ছবি (উদাহরণস্বরুপ: কম্পিউটার প্রোগ্রামের দ্বারা এইসব ছবি তৈরি করা হয়)।

যৌন সামগ্রী শব্দটি পর্নোগ্রাফি থেকে ও বৃহৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যৌন সামগ্রীর মাধ্যমে অশ্লীল ভাষায় লিখিত, পঠিত, ছবি, শব্দ, স্থিরচিত্র বা ভিডিওতে যৌন কার্যক্রমে জড়িত হওয়া শিশুর ছবি বুঝায়। এমন কি কার্টুনে তৈরীকৃত শিশুর ছবিও এর অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও আমরা শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী শব্দটি ব্যবহার করার কারন হলো পর্নোগ্রাফি শব্দের মাধ্যমে অনেক সময় সম্মতির মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকেও বুঝানো হয়।

অনলাইনে যৌন শোষণের ঘটনা কোথায় ঘটে এবং ছবিগুলো কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে?

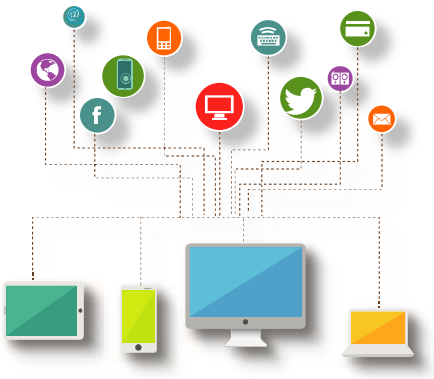

অনলাইন এর মাধ্যমে যৌন শোষণ যে কোন স্থানে ঘটতে পারে, কিন্তু সাধারণত যুবদের পরিচিত কোন স্থানে এটা বেশি সংগঠিত হয়। যেমন- শিশুর বাড়ি, আত্মীয়ের বাড়ী বা আশপাশের কোন দোকান, সাইবার ক্যাফে ইত্যাদি।

শিশু এবং যুবরা অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে তাদের নিজের বাড়ীতে শোষণের শিকার হতে পারে। অপরাধীরা চ্যাট রুম, সহসাথী নেটওয়ার্ক এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে শিশুদের কাছে যৌন সামগ্রী বিতরন করার চেষ্টা করে এবং অনেকক্ষেত্রেই তারা সফল হয়।

অনলাইনে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ভ্রমনের মাধ্যমেও ঘটতে পারে। যৌন শোষকরা শিশুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। এটা দেশের মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশেও হতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুদের যৌন নির্যাতনের ছবিগুলো ফোন অথবা মোবাইল এর মাধমে অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক কি? (পি-টু-পি)

ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকে অন্য কোন কম্পিউটারে সরাসরি ফাইল স্থানান্তর করাকে পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক বলা হয়।

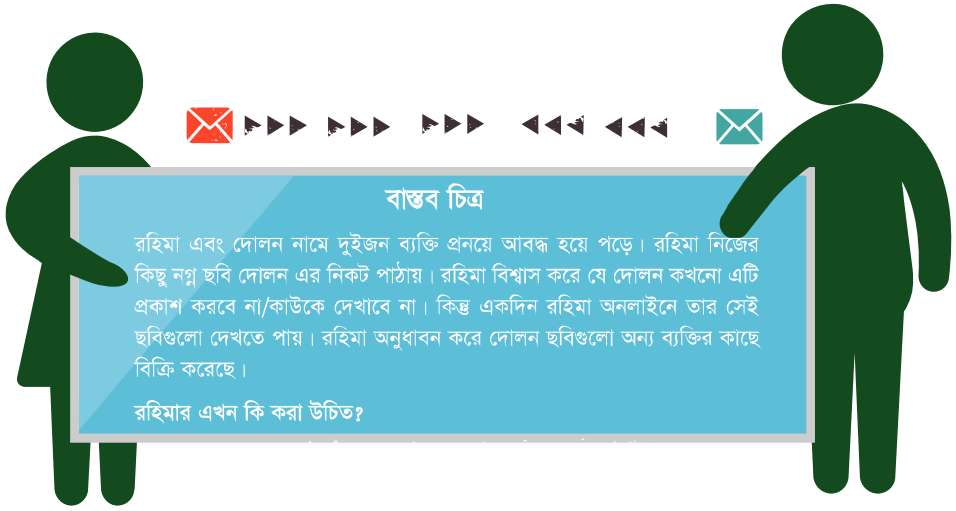

বাস্তব চিত্র

রহিমা এবং দোলন নামে দুইজন ব্যক্তি প্রনয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রহিমা নিজের কিছু নগ্ন ছবি দোলন এর নিকট পাঠায়। রহিমা বিশ্বাস করে যে দোলন কখনো এটি প্রকাশ করবে না/কাউকে দেখাবে না। কিন্তু একদিন রহিমা অনলাইনে তার সেই ছবিগুলো দেখতে পায়। রহিমা অনুধাবন করে দোলন ছবিগুলো অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছে।

রহিমার এখন কি করা উচিত?

দক্ষিণ এশিয়ায় এ্যাকপেটের কার্যক্রম

শিশু ও যুবদের দ্বারা গঠিত সালিকাবাটা নামক একটি ভ্রাম্যমান নাট্যদলের সাথে এ্যাকপেট ফিলিপাইন কাজ করেছিল। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের প্রতি বাণিজ্যিকভাবে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বিশেষত: অনলাইন যৌন শোষণ প্রতিরোধ, যুবদের ক্ষমতায়ন এবং এধরনের পরিস্থিতি এড়াতে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাতে নাট্যদলের সদস্যরা নাটক প্রদর্শন,কর্মশালার আয়োজন ও জনগনের সাথে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেছিল। এছাড়াও তারা শিশুদের প্রতি বাণিজ্যিকভাবে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে একটি কার্যকর পরিকল্পনা এবং সচেতনতা বিষয়ক সামগ্রী বিতরণ করেছিল । ফলে জনগন শিশুদের প্রতি বাণিজ্যিকভাবে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে অবগত হয়েছিল।

কারা শিশুদের অনলাইনে যৌন নির্যাতন ও যৌন শোষণ করে?

একটি ভুল ধারনা আছে যে, অনলাইনে শিশুদের যৌন নির্যাতন শুধু বৃদ্ধ ও একাকীত্বে ভোগা ব্যক্তিদের দ্বারাই সংগঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু এটি সবসময় সত্য নয়। অনলাইনে যৌন নির্যাতনকারীরা নারী, যুব এমনকি সব বয়সের ও সব পেশার পুরুষ হতে পারে। তারা সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের হয়ে থাকে। অনেকের আবার পরিবারও রয়েছে। তারা শিশুটির পরিবারের সদস্য বা অপরিচিত ব্যক্তিও হতে পারে।

যৌন শোষকরা প্রায়ই ইন্টারনেটে এই সকল কার্যক্রমের জন্য অন্যকে দায়ী করে। উদাহরণস্বরূপ- তারা শিশুদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণের মিথ্যা ভনিতা করে কৌশলে প্রকাশক হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে শিশুদের ছবি এবং ভিডিও সংগ্রহ করে। অপরাধী ব্যক্তিটি এই ছবিগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়, কারও কাছে বিক্রি করে বা শিশুটিকে দেখিয়ে যৌন শোষণ করে।

অনেকক্ষেত্রেই অনলাইনে যৌন নির্যাতনের সামগ্রী তৈরি ও বিতরনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা অপরাধী চক্রের সদস্য হয়ে থাকে। এই সব অপরাধীরা সাধারনত ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডেও তারা জড়িত থাকে।

কোন কোন যৌন শোষক যৌন সামগ্রী তৈরি ও বিতরন করে এবং অন্যরা এটা ডাউনলোড করে তা উপভোগ করে। এই ধরণের সামগ্রী সংগ্রহ এবং সংরক্ষন অনেক দেশেই অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

উত্তর আমেরিকায় এ্যাকপেটের কার্যক্রম

অনলাইনে শিশুদের নিরাপদ থাকা সম্পর্কে শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এ্যাকপেট কানাডা। বক্তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে সাইবার হুমকির মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করে। যেখানে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই তথ্যগুলো তাদের সহসাথীদের সাথে বিনিময় করার আগ্রহ প্রকাশ করে। বিদ্যালয়ের বন্ধুদের উৎসাহিত করা এবং অফলাইন ও অনলাইনে নিরাপদ থাকার ক্ষেত্রে ক্যাম্পেইন আয়োজন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

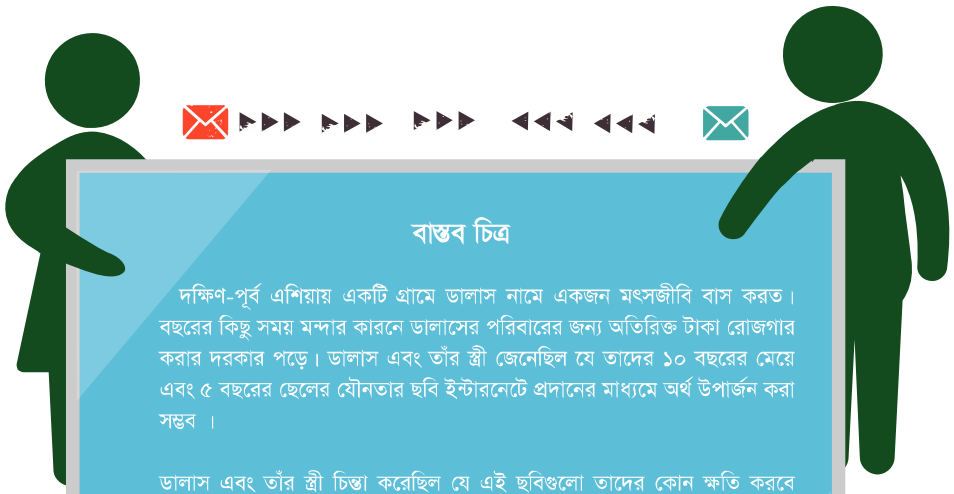

বাস্তব চিত্র

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি গ্রামে ডালাস নামে একজন মৎসজীবি বাস করত। বছরের কিছু সময় মন্দার কারনে ডালাসের পরিবারের জন্য অতিরিক্ত টাকা রোজগার করার দরকার পড়ে। ডালাস এবং তাঁর স্ত্রী জেনেছিল যে তাদের ১০ বছরের মেয়ে এবং ৫ বছরের ছেলের যৌনতার ছবি ইন্টারনেটে প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব ।

ডালাস এবং তাঁর স্ত্রী চিন্তা করেছিল যে এই ছবিগুলো তাদের কোন ক্ষতি করবে না কারন তা বাড়ীতে তোলা হবে। তারা ধারনা করেছিল যে, শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক মানুষ ছবিগুলো দেখবে যারা এর বিনিময়ে তাদেরকে অর্থ প্রদান করবে। অন্যদিকে তাদের শিশুরাও শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হবে না। সব কিছু ঠিক থাকবে বলে তারা মনে করেছিল।

ডালাস এবং তাঁর স্ত্রীর কার্যক্রম ভবিষ্যতে তাদের শিশুদের কি ধরনের ক্ষতি করবে?

কারা অনলাইন যৌন শোষণে নির্যাতিত বা ভিকটিম হয়ে থাকে?

ঝুঁকিপূর্ন পরিবেশে বসবাসকারী সকল শিশু এবং যুব অনলাইন যৌন শোষণের ঝুঁকিতে থাকে। যেমন খুবই দরিদ্র, নির্যাতনের শিকার অথবা একাকীত্বে থাকা ব্যক্তি, নিজের প্রতি বিতশ্রদ্ধ শিশুরা এই ধরনের ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

অন্যক্ষেত্রে অনলাইনে যৌন শোষণের শিকার ব্যক্তি হলো যুব, যারা এসকল প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত অথবা স্থিরচিত্র ও ভিডিওটেপ এর সুবিধা সম্পর্কে অবগত। মনে রাখা উচিত শিশুদের ইন্টারনেট বা মোবাইল সুবিধা এমনভাবে দেওয়া উচিত নয় যেন তারা এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে পারে। অনেকে ইন্টারনেট ব্যবহার না করেও নির্যাতিত বা শোষিত হয়ে থাকে। পরবর্তীতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই ধরনের শোষণ বৃহৎ আকার ধারন করে।

অনলাইনে বা অফলাইনে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে যুবরা তাদের ছবি ও ভিডিও বিক্রি বা শেয়ার করছে এ সম্পর্কে মতামত কি?

কিছু যুব মনে করে এই ধরনের কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কিছু ক্ষেত্রে যুবরা প্রচার মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে এই ধরনের কার্যকলাপ দেখে প্রভাবিত হয় এবং প্রকাশ্যে এই ধরনের ছবি বিনিময় করা খুবই সাধারন বিষয় হিসেবে গণ্য করে। যুবরা প্রেম, অন্তরঙ্গতা এবং সেক্স কিভাবে করতে হয় সে বিষয়েও কৌতুহলী হয়ে থাকে।

যুবরা প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে অনলাইনে সম্পৃক্ত হচ্ছে কারন তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে। তারা বিশ্বাস করে কম্পিউটার তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। যাই হোক প্রাপ্ত বয়স্করা সহজেই শিশুদেরকে ইচ্ছে মত ব্যবহার করতে পারে এটা ভুলে যাওয়া খুবই সাধারন বিষয়।

কোন যুব বা শিশু অনলাইন অথবা অফলাইনে অনিরাপদ হলে বা অনিরাপদ অনুভব করলে তাদের বিশ্বস্ত কারও সাথে আলোচনা করা উচিত। এটি তাকে প্রাথমিকভাবে অপ্রস্তুত পরিস্থিতির সম্মুখিন করলেও একাকী সমাধান করার চেয়ে তা অধিক শ্রেয়।

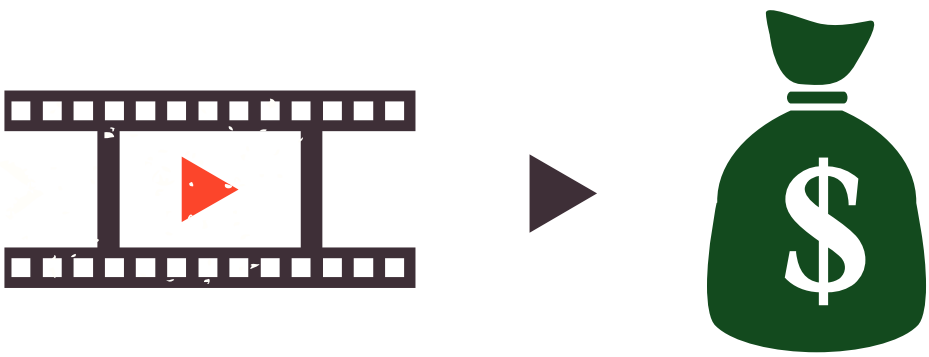

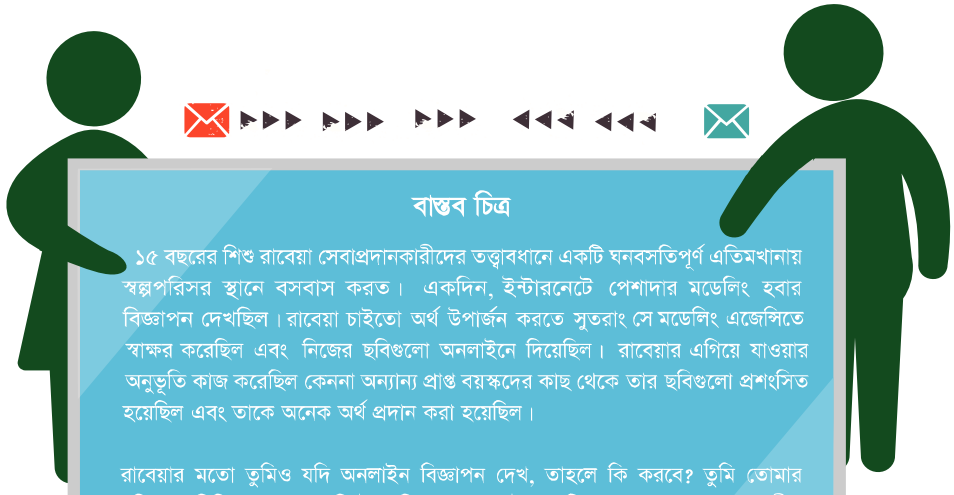

বাস্তব চিত্র

১৫ বছরের শিশু রাবেয়া সেবাপ্রদানকারীদের তত্ত্বাবধানে একটি ঘনবসতিপূর্ণ এতিমখানায় স্বল্পপরিসর স্থানে বসবাস করত। একদিন, ইন্টারনেটে পেশাদার মডেলিং হবার বিজ্ঞাপন দেখছিল। রাবেয়া চাইতো অর্থ উপার্জন করতে সুতরাং সে মডেলিং এজেন্সিতে স্বাক্ষর করেছিল এবং নিজের ছবিগুলো অনলাইনে দিয়েছিল। রাবেয়ার এগিয়ে যাওয়ার অনুভূতি কাজ করেছিল কেননা অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্কদের কাছ থেকে তার ছবিগুলো প্রশংসিত হয়েছিল এবং তাকে অনেক অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

রাবেয়ার মতো তুমিও যদি অনলাইন বিজ্ঞাপন দেখ, তাহলে কি করবে? তুমি তোমার ছবিগুলো বিক্রি করে পরে যদি উপলব্ধি করো যে এটা একটি ভুল তাহলে তোমার করনীয় কি?

শিশুরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়?

শিশু এবং যুব যখন অনলাইনে যৌন শোষণের সম্মুখীন হয় তখন তারা শারীরিক, মানসিক এবং আবেগীয় আঘাত পেয়ে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা, নিজের প্রতি বিতশ্রদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয়। এই সমস্যা সাধারনত দীর্ঘমেয়াদী হয়। অন্যদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের নির্যাতনের ঘটনাগুলো গোপন রাখে। কারন তারা মনে করে ছবি/ভিডিওগুলো তাদের যৌন কাজে ইচ্ছুক ব্যক্তি হিসেবে অন্যদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়।

শিশুটিকে সবাই চিনবে এই লজ্জা এবং ভীতি থেকে সে কখনোই বাইরে যাবে না। বস্তুত এই ছবি ও ভিডিওগুলো সরিয়ে ফেলা কষ্টকর কারন ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুবই দ্রুত তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন এই ধরনের ছবি এবং ভিডিওগুলো প্রতিনিয়ত দেখে যা নির্যাতিতদের প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরেও বহন করতে হয়।

আফ্রিকায় এ্যাকপেটের কার্যক্রম

জানুয়ারী ২০১৩ সালে আফ্রিকাতে এ্যাকপেট ইন্টারন্যাশনাল ও সদস্য সংগঠনের যৌথ উদ্যেগে যুবদের দ্বারা 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক' একটি গবেষণা করে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য দিকসমুহ:

- জাম্বিয়াতে ৮২% শিশু সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে।
- উগান্ডাতে ৫০% এর বেশি শিশু তাদের শিশু বয়সে যৌন নির্যাতন সামগ্রী দেখেছে।
- টোগোতে ৮৫% শিশু ব্লুটুথ এবং এমএমএস-এর মাধ্যমে ফাইল আদান-প্রদান করে থাকে।
- কেনিয়াতে ৫০% এর বেশি শিশু ইন্টারনেটের মাধ্যমে যৌন নির্যাতন সামগ্রী দেখেছে।
- ক্যামেরুনে ২০% শিশু স্কুলে নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার বিষয়ে জানতে পারে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: http://bit.ly/1fQQKnk

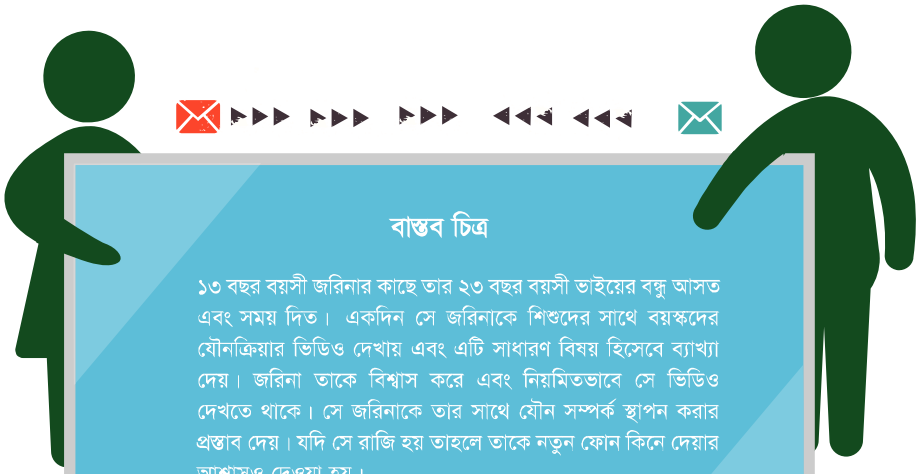

বাস্তব চিত্র

১৩ বছর বয়সী জরিনার কাছে তার ২৩ বছর বয়সী ভাইয়ের বন্ধু আসত এবং সময় দিত। একদিন সে জরিনাকে শিশুদের সাথে বয়স্কদের যৌনক্রিয়ার ভিডিও দেখায় এবং এটি সাধারণ বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়। জরিনা তাকে বিশ্বাস করে এবং নিয়মিতভাবে সে ভিডিও দেখতে থাকে। সে জরিনাকে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার প্রস্তাব দেয়। যদি সে রাজি হয় তাহলে তাকে নতুন ফোন কিনে দেয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়।

জরিনার কি করা উচিত?

পর্নোগ্রাফি প্রতিরোধে আইন

এ ধরনের শোষন প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরণের আইন বিশেষত: আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি এবং জাতীয় আইন বলবত আছে। জাতীয় আইন এবং নীতিমালার মান একই ধরনের করার জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পন্ন হয়। অনলাইন শিশু যৌন শোষন প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি হলো জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুদের বিক্রি বিষয়ক "অপশনাল প্রটোকল টু দি ইউএন কনভেনশন অফ দি রাইটস অফ দি চাইল্ড অন দি সেল ওফ চিলড্রেন, চাইল্ড প্রস্টিটিউশন এন্ড চাইল্ড পর্নোগ্রাফি (ওপিএসসি)।" এখানে বলা হয়েছে শিশু এবং যুবদের সকল প্রকার যৌন শোষণ বিশেষত এগুলো প্রকাশনা, জিম্মি করা, শিশু পর্ণোগ্রাফি, এবং শিশু পর্নোগ্রাফি সামগ্রী বিতরণ করা থেকে সুরক্ষা পাবে।

এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক বৈধ চুক্তি রয়েছে। ইউরোপে "দি কাউন্সিল অফ ইউরোপ কনভেনশনস অন সাইবার ক্রাইম (বুদাপেষ্ট কনভেনশন)", শিশুদের যৌন শোষন ও যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে 'লানজারেট কনভেনশন' গুরুত্ব বহন করে। শিশু পর্ণোগ্রাফি, শিশু শোষণ, শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডাইরেকটিভ' অন্যতম। এই আইনে অনলাইনে যে কোন ধরনের যৌন শোষণ,যৌন নির্যাতন এবং যৌনসামগ্রী বিতরণ করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

ইউরোপে এ্যাকপেটের কার্যক্রম

ইংল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ড ও বেলজিয়ামের এ্যাকপেট গ্রুপ "নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক" ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে যুবদের ইন্টারনেট ও নতুন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয়। দক্ষ ও পারদর্শী যুবরা অন্যদের এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করেছিল। উদাহরন হিসেবে ফেইসবুকে সিকিউরিটি সেটিং এর ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি অন্য সঙ্গীদের অনলাইনে নিরাপদ থাকবার বিষয়েও সাহায্য করেছিল।

'লানজারেট কনভেনশন' আন্তর্জাতিকভাবে সাইবার গ্রুমিং নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করে। আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশ "দি আফ্রিকান চার্টার অন দি রাইটস এন্ড ওয়েলফেয়ার অফ দি চাইল্ড" স্বাক্ষর করেছে। সেখানে উল্লেখ্য আছে যে শিশুদের কোনভাবেই পর্ণোগ্রাফিতে অংশগ্রহন এবং সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে ২০১৪ সালে আফ্রিকায় একটি কনভেনশন গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে শিশু নির্যাতন সামগ্রী অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তা প্রতিরোধে কাজ করা হচ্ছে।

প্রত্যেক দেশেই জাতীয় আইন রয়েছে। যদি কোন দেশ কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বা অনুমোদন করে তাহলে সে চুক্তিতে যে সকল বিষয় আছে তা নিজ দেশে বা জাতীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং তা মানতে হবে। শিশু ও যুবদের সুরক্ষার জন্য জাতীয় আইন থাকলেও বস্তুত সেগুলো নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়। কিছু দেশে অনলাইন যৌন শোষন ও নির্যাতন প্রতিরোধ আইন আছে, তবে তা যথেষ্ঠ নয়। অন্যদিকে অনেক আইন থাকলেও সেটির যথাযথ প্রয়োগ খুবই কম।

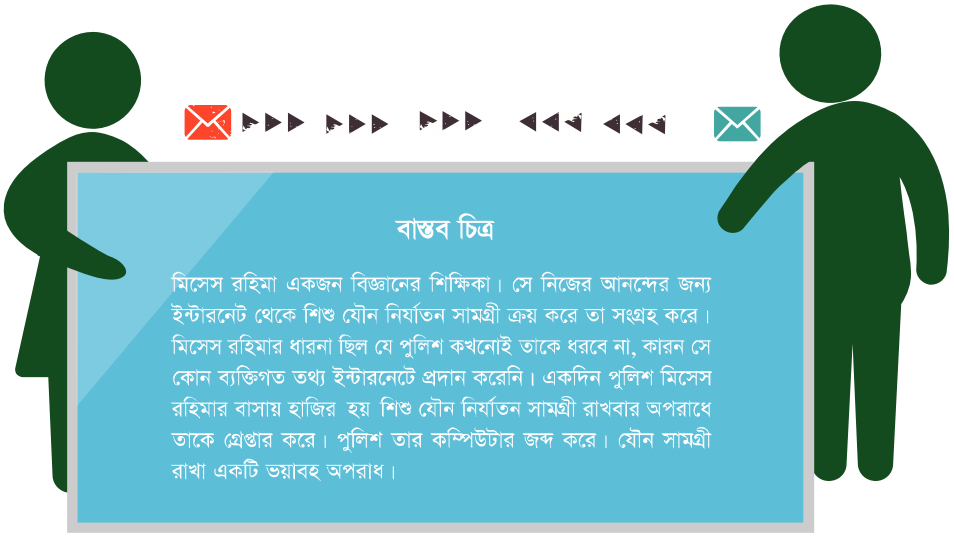

বাস্তব চিত্র

মিসেস রহিমা একজন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা। সে নিজের আনন্দের জন্য ইন্টারনেট থেকে শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী ক্রয় করে তা সংগ্রহ করে। মিসেস রহিমার ধারনা ছিল যে পুলিশ কখনোই তাকে ধরবে না, কারন সে কোন ব্যক্তিগত তথ্য ইন্টারনেটে প্রদান করেনি। একদিন পুলিশ মিসেস রহিমার বাসায় হাজির হয় শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী রাখবার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তার কম্পিউটার জব্দ করে। যৌন সামগ্রী রাখা একটি ভয়াবহ অপরাধ।

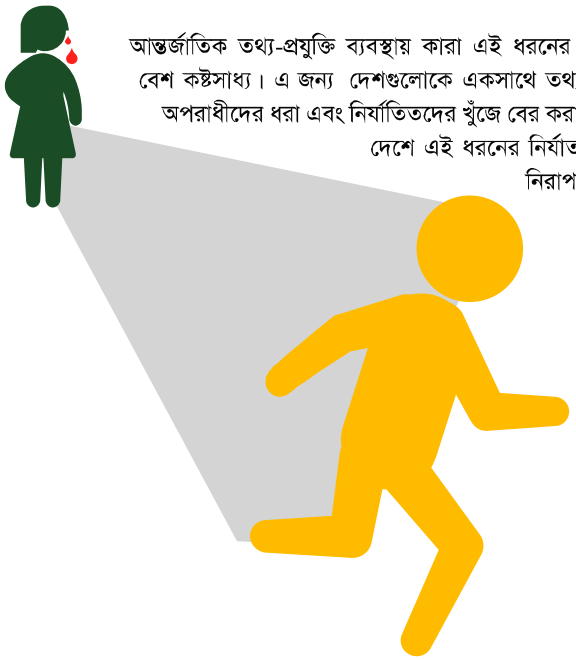

আন্তর্জাতিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থায় কারা এই ধরনের পণ্য তৈরি ও ব্যবহার করছে তা বের করা বেশ কষ্টসাধ্য। এ জন্য দেশগুলোকে একসাথে তথ্য আদান-প্রদান ও সহযোগিতা করতে হবে। অপরাধীদের ধরা এবং নির্যাতিতদের খুঁজে বের করা বা উদ্ধার করার জন্য এটা খুবই জরুরী। কিছু দেশে এই ধরনের নির্যাতন থেকে শিশুদের সহযোগিতার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা এবং পুলিশ ইউনিট রয়েছে। দূর্ভাগ্যক্রমে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত পুলিশ বা দক্ষ ব্যক্তি না থাকার ফলে সঠিকভাবে অপরাধী ও নির্যাতিতদের অনুসন্ধান ও খুজে বের করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেসব অপরাধী ধরা পড়ছে তারা নির্যাতিতদের বা তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে যাতে তারা কোন আইনগত ব্যবস্থা না নেয়।

শিশু ও যুবরা সবসময় সুরক্ষিত নয়

অনলাইনে শিশু যৌন শোষণ প্রতিরোধে শিশু এবং যুবদের ভূমিকা

নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারা

যদি তুমি মনে কর, কোন শিশু সাইবার গ্রুমিং বা অনলাইনে শোষিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কাউকে জানাতে পার। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিশ্বস্ত বয়স্ক ব্যক্তির সাথে কথা বল। পুলিশ স্টেশন বা শিশু সুরক্ষা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কাছে যাও। কি করতে হবে না বুঝলে শিশু হেল্প লাইনে যোগাযোগ কর। বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ বা উপদেশ নিতে পার (পৃষ্ঠা ২৬-২৭)।

পিতা-মাতা অথবা অভিভাবককে জানাও

অনলাইনে নিরাপদ থাকতে যৌন নির্যাতন সামগ্রী এড়িয়ে চলতে, তুমি তোমার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সাথে কথা বলে শিশু নির্যাতনের ছবি ও ভিডিও সম্বলিত ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ করতে পার।

উপলব্ধি কর এবং অন্যকে জানাও

তুমি এই গাইডে যা পড়েছ তা তুমি বন্ধু ও পরিবারের সাথে আলোচনা কর এবং অনলাইন যৌনশোষনের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন কর। এই ধরনের সম্ভাব্য বিপদ সম্বলিত কাজ, আকর্ষনীয় মডেলিং-এ জীবন গড়ার প্রস্তাব থেকে বন্ধুদের সচেতন হতে বল। পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে খুব বিশ্বস্ত না হলে তাদের সাথে ছবি এবং ভিডিও বিনিময় কর না।

করনীয়

অনলাইনে নির্যাতিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে অনেক ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে যা শিশু ও যুবরা গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ:

- দেশের মধ্যে শিশুদের অনলাইন নির্যাতন নিয়ে অভিযোগ করা যায় এমন হটলাইন/হেল্পলাইন খুজে বের করা। যেসব প্রতিষ্ঠান এই বিষয় নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ কর।
- তোমার স্কুলের শিক্ষক ও অধ্যক্ষের সাথে কথা বলতে পার, যাতে জনসাধারনকে স্কুলে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে নিরাপদ অনলাইন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি জানানো যায়।
- পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের কাছ থেকে পরামর্শ নাও, কিভাবে নিরাপদে ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহার করতে হবে। নিরাপদ তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে উপদেশও নিতে পার।

অন্য একটি উদ্যোগ হলো "নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস" পালন করা। বিভিন্ন সচেতনতামূলক উপকরন বিতরণ করে বা তোমার সঙ্গীদের সাথে কিভাবে নিরাপদ তথ্য-প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা কর। তুমি যদি সাইবার ক্যাফের ন্যায় প্রকাশ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার কর তাহলে সেখানকার ম্যানেজার বা মালিকের কাছ থেকে শিশুদের নিরাপত্তা সম্পর্কে জেনে নাও।

নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস

নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস শুরু করেছিল INSAFE নামক একটি সচেতনতা সৃষ্টিকারী ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক। যেখানে শিশু ও যুবদের নিরাপদ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মোবাইল ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হয়। এ দিবসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশু ও যুবদের তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন ধারনা ও তথ্য বিনিময় করা এবং জনগনের কাছে সঠিক তথ্য পৌছে দেয়া। বর্তমানে প্রায় ১০০টি দেশে নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস পালিত হচ্ছে এবং প্রতিবছর INSAFE এ দিবসকে সামনে রেখে একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করে। প্রত্যেক বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই দিবসটি পালন করা হয়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন *www.saferinternetday.org*

নিরাপদ অনলাইন ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ

সাবধানতা অবলম্বন

তুমি যখন কারো সাথে অনলাইনে কথা বল, তখন তোমার বাসার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, স্কুলের নাম অথবা অন্য কোন ব্যক্তিগত তথ্য দেয়ার পূর্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা কর। তোমার অপরিচিত বা নতুন পরিচিতদের সাথে তোমার ছবি, ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংকের বিস্তারিত তথ্য দেয়ার পূর্বে সাবধানতা অবলম্বন করবে।

না বলতে শেখা

অনলাইনে কোন চ্যাট রুমে থাকা অবস্থায় কেউ যদি তোমাকে কিছু লিখে বা বলে, তা অপছন্দ হলে তাকে অবশ্যয় 'না' বল বা সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও।

কাউকে কিছু বলতে দেরি করবে না

তুমি যদি কাউকে তোমার যৌনতার ছবি বা ভিডিও পাঠানোর বিষয়ে চিন্তিত অথবা ভীত হও তাহলে বিশ্বস্ত কারো সাথে কথা বল। তোমার যদি মনে হয় অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি তোমার ছবি এবং ভিডিও গ্রহণ করছে তাহলে বিশ্বস্ত কাউকে জানাও। তুমি যদি কোন "না বলা কথা" বলতে চাও তবে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে পার (পৃষ্ঠা ২৬-২৭)।

পোষ্ট বা আপলোড করা

কিছু পোষ্ট করা বা আপলোড করার পূর্বে মনে রাখতে হবে যে, তুমি যা পোষ্ট করছ তথ্য-প্রযুক্তিতে তা স্থায়ীভাবে থাকবে এবং মুছে ফেলা অসম্ভব।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রাইভেসি সেটিং এবং চ্যাট করার সময় তোমার ছবি এবং ভিডিও বিনিময় করার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন তোমার কাছে রাখ।

সূত্র: চাইল্ডনেট ইন্টারন্যাশনাল, www.childnet.com

অনলাইনের মাধ্যমে শিশু যৌন শোষণ বন্ধে কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহ

অনলাইনের মাধ্যমে শিশু ও যুব যৌন শোষণ বন্ধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। কিছু প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর পরিসরে ও বিশ্বব্যাপী কাজ করছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য তাদের সাথে অথবা নিজ এলাকায় কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে পার।

নিম্নের প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট শিশুরা নির্যাতনের প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পারবে।

INHOPE

ইনহোপ' একটি কার্যকরী এবং যৌথ নেটওয়ার্ক, বিশ্বের ৪৫টি দেশে এর হটলাইন আছে। অবৈধ অনুমতি এবং অনিরাপদ তথ্য-প্রযুক্তি থেকে শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করছে। ইনহোপ হটলাইন জনগনের তথ্য-প্রযুক্তির বিষয়ে গোপনীয়তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। যদি তুমি অনলাইনে শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী খুঁজে পাও তবে তার রিপোর্ট করার জন্য ভিজিট কর www.inhope.org

REPORT ABUSE

'ভারচ্যুয়াল গ্লোবাল টাস্কফোর্স' অনলাইনের মাধ্যমে যৌন নির্যাতন ও শোষণের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করে থাকে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্করা 'নির্যাতন বিষয়ক প্রতিবেদন' একটি ক্লিকের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইতালি, রিপাবলিক অব কোরিয়া, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে নির্যাতনের প্রতিবেদন পাঠানো যায়। (www.virtualglobaltaskforce.com)

CHI Child Helpline International

'চাইল্ড হেল্পলাইন ইন্টারন্যাশনাল' বিশ্বব্যাপী হেল্পলাইন নিয়ে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপনি যদি শোষিত হয়ে থাকেন অথবা যে কোন শোষণের শিকার ব্যক্তি সম্পর্কে জানাতে চান তাহলে আপনার দেশের হেল্পলাইন নম্বর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে খুঁজে বের করুন এবং তথ্য বিনিময় করুন। (www.childhelplineinternational.org)

শিশুবান্ধব অনলাইন নিরাপত্তায় কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহ

নিম্নলিখিত শিশুবান্ধব ওয়েবসাইটগুলো শিশু, শিক্ষক, পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের নিরাপদ অনলাইন ব্যবহারের তথ্য ও উপদেশ প্রদান করে থাকে।

সংস্থার নাম	ওয়েবসাইট
ECPAT International	www.ecpat.net
ChildNet International	www.childnet.com
*Think U Know	www.thinkuknow.com
Digizen	www.digizen.org
Kid Smart	www.kidsmart.org.uk
Stay Smart Online	www.staysmartonline.gov.au
NetSmartz Workshop (USA)	www.netsmartz.org
*Netsafe	www.netsafe.org.nz
*Cyber Kids (ECPAT New Zealand)	www.cyberkids.co.nz
European NGO Alliance for Child Safety Online (eNACSO)	www.enacso.eu

* ওয়েবসাইটগুলো অনলাইন প্রতিবেদন প্রেরণ করার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

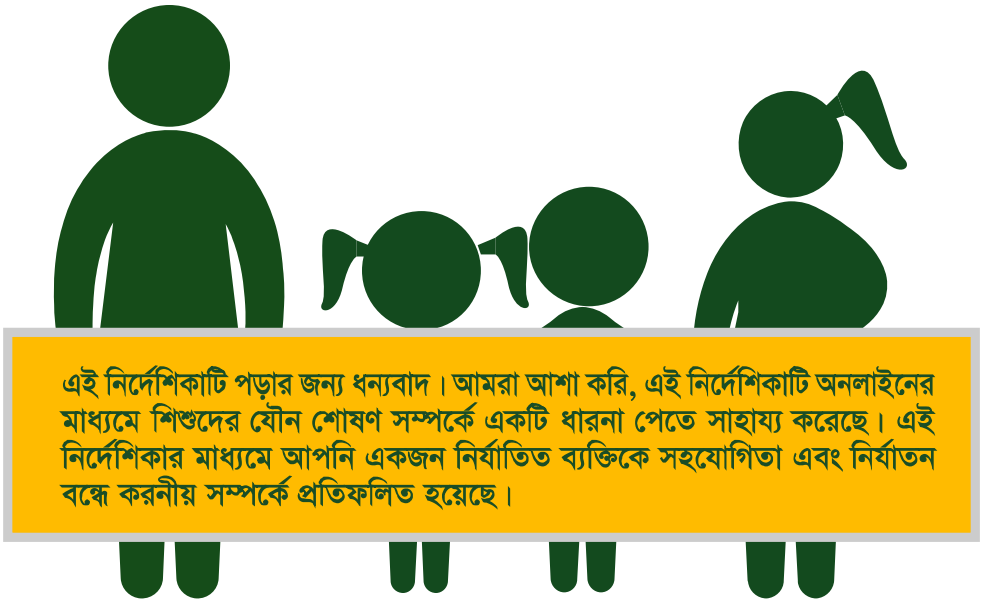

এই নির্দেশিকাটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আশা করি, এই নির্দেশিকাটি অনলাইনের মাধ্যমে শিশুদের যৌন শোষণ সম্পর্কে একটি ধারনা পেতে সাহায্য করেছে। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে আপনি একজন নির্যাতিত ব্যক্তিকে সহযোগিতা এবং নির্যাতন বন্ধে করনীয় সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়েছে।

এ্যাকপেট ইন্টারন্যাশনাল
৩২৮/১ পায়াথি রোড, রাচ্চাথিউই, ব্যাংকক ১০৪০০, থাইল্যান্ড
টেলিফোন: +৬৬২২১৫৩৩৮৮, +৬৬২৬১১০৯৭২
ফ্যাক্স: +৬৬২২১৫৮২৭২
ইমেইল: info@ecpat.net
ওয়েব সাইট: www.ecpat.net